# মহাকবি দান্তে
# জীবনপঞ্জী, রচনাপঞ্জী ও বাংলায় দান্তের চর্চাপঞ্জী

অশোককুমার রায়

ব্যাস-বাল্মীকি-হোমার এবং দান্তের জীবন চরিতের অনেক উপাদানই হয়তো আমরা পাই না, কিন্তু মানসচরিতের সব দলিলই আমাদের হাতে রয়েছে। এঁদের রচনাই যেন অনায়াস-নিষ্পন্ন, কারণ যা' গৃহীত ও গ্রাহ্য তাকেই তাঁরা গ্রহণ করেছেন; এঁদের দ্বন্দ্ব শুধু বাইরের দ্বৈরথ। আধুনিক মহাকবিরা কিন্তু গৃহীতকে পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি, আবার বর্জনীয়কেও গ্রহণীয় করেছেন। দান্তে সোজাসুজি স্বর্গকে স্বর্গ এবং নরককে নরক বলতে পারেন নি, স্বর্গের মধ্যে - নরক ও নরকের মধ্যে স্বর্গ দেখতে পেয়েছেন, যেন 'Soul of goodness in things evil'। দান্তের মধ্যে রয়েছেন সেই ইউলিসেস যিনি ভ্রমণে অক্লান্ত, অ্যাডভেঞ্চারে অকুতোভয়, যিনি দিদৃক্ষু, শুধু পরিবার পরিজন নয় সর্বকালে বিচরণের জন্যে প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগকেও যিনি ফেলে আসতে পারেন। প্রায় সাড়ে সাত শতাব্দী আগে মহাকবি দান্তে এক আশ্চর্য মনোযাত্রা সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু সেই যাত্রাপথের মানচিত্রে দেখা যায় গন্তব্যের চেয়ে গতিই বেশি মনোমোহক। দান্তে তাঁর পথ প্রদর্শক বাছতে ভুল করেন নি। তাঁর আগে কবি (হোমার) ও প্রেমিকাকে (বেয়াত্রিচে) ধর্মের সাধক বা সাধিকা হিসাবে কেউ এত স্পষ্ট করে স্বীকার করেন নি, দান্তেই করলেন। এরজন্যে তাঁকে অনেক দ্বন্দ্ব, স্ববিরোধ, নরক থেকে স্বর্গ পর্যন্ত তাঁর পিছু নিয়েছে।

দান্তের সময় রাজনৈতিক ঐক্যবর্জিত ইতালির সে যুগ ছিল অন্ধকার যুগ। খ্রীষ্টধর্ম আর প্রাচীন রোমক আইনের প্রতি এক প্রথাগত অন্ধ আনুগত্যের ভিত্তিতে গঠিত কতগুলি নগর কেন্দ্রিক সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল তখনকার দিনের রাজনৈতিক ইতালি। কোন এক প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট, বা কেন্দ্রগত শক্তির অধীনে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারার ফলে এই সব নগরকেন্দ্রিক রাষ্ট্রগুলি নানাবিধ তুচ্ছ কারণে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে থাকত সব সময়। সিরিলির রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক তদানীন্তন পোপের বিরোধিতা সত্ত্বেও সমগ্র ইতালি ও সিসিলিকে এক সাম্রাজ্যের অধীনে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু অঘোষিত এক ঠান্ডা লড়াই-এ পোপের জয় হওয়ার ফ্রেডারিকের চেষ্টা সফল হতে পারেনি। আর এইসব দ্বন্দ্ব ও অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে গুয়েলফি - গিবেল্লিনিদের গৃহযুদ্ধ চরমে উঠতে থাকে। এমনি সময়ে দান্তের বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর তখন তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। আর যখন তাঁর বয়স মাত্র নয় বছর তখন একদিন এমন একটি ঘটনা ঘটে যা'র অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা এক সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে তাঁর জীবনে। তাঁদের গৃহের অতি নিকটেই থাকতেন তৎকালে ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত ধনী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী পোর্তিনারী। তাঁর বাড়িতে একদিন বালক দান্তেকে সঙ্গে করে বেড়াতে গিয়েছিলেন তাঁর বাবা। পোর্তিনারীর আট বছরের কন্যা বেয়াত্রিচেকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান দান্তে। তখন থেকে ৯ বছর পর অর্থাৎ ১৮ বছর বয়সে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় লেখেন দান্তে, ''আমার তখন বেয়াত্রিচেকে দেখে মনে হয়েছিল, আমার থেকে শক্তিশালী কোন দেবতা স্বর্গ থেকে শাসন করতে এসেছে আমাকে''। অনেকের মতে স্মৃতিমধুর এই ঘটনার সূক্ষ্ম সুন্দর এক প্রভাব দান্তের কবি প্রতিভার মর্মমূলে যে প্রেরণার রসসঞ্চার করে তাই একদিন বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়ে কালজয়ী 'ডিভাইন কমেডির' জন্ম দেয়। বাল্য হতে কৈশোরে কৈশোর হতে যৌবনে উপনীত হয়েও বেয়াত্রিচেকে ভুলতে পারে নি দান্তে। মর্তমানবী বেয়াত্রিচের রূপধারণা করে স্বর্গের এক দেবী পদচারণা করে বেড়াচ্ছেন এই ধরনের সম্ভ্রমাত্মক এক ধারণা ও ইন্দ্রিয়াতীত আসক্তি ধীরে ধীরে অনন্যসাধারণ এক আধ্যাত্মিক প্রেমবোধে রূপান্তরিত হয় দান্তের মনে।

তাঁর প্রতি এই আসক্তির কথা বেয়াত্রিচেও জানতে পারেন কালক্রমে এবং দান্তের যখন আঠারো বছর বয়স, তখন একদিন প্রকাশ্য রাজপথে দান্তের সামনে এসে মাথা হেলিয়ে স্বীকৃতি সূচক অভিবাদন করেন। ক্ষণিকের এই সামান্য স্বীকৃতিতেই খুশিতে আপ্লুত হন দান্তে। বেয়াত্রিচের অপসৃয়মান দেহ-রেখা ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হলেও দান্তের ধ্যান ভাঙেনি সারা জীবনে। সারা জীবন ধরে বেয়াত্রিচে'র সম্বন্ধে যে কথা তিনি নানা ছন্দে, নানা ভাবে লিখে গেছেন সেই ছন্দ আর সেই ভাব আজ পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে।

দান্তে একদা বলেছিলেন, ''I am intoxicated of having drunk the whole of universe'' বলা বাহুল্য এটি ইংরাজি অনুবাদকের লেখা থেকে ব্যবহার করলাম তাঁর নিজের রচনা লাতিন ভাষায় লেখা। তবে নিজের মানসিকতা সম্পর্কে এমন উন্মুক্ত স্বীকৃতি আর কোন কবি বোধ হয় করেন নি। বেয়াত্রিচেকে দান্তে এতদূর শ্রদ্ধা করতেন যে স্বর্গের দেবী মনে করে সসম্ভ্রমে তাঁর মানস-প্রতিমার প্রতি অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করতেন, কখনও তাঁর সান্নিধ্যে আসতে চাইতেন না। কবির এই বিস্ময়ানুভূতি, সঙ্গে পুরাণ ও ইতিহাসের অতীত ও তৎকালীনের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ; এবং বস্তুত সব কিছুই যা' এই পৃথিবীতে চলমান এবং যা অলঙ্কৃত করেছে অমরাবতীতে। এই সর্বব্যাপী দৃষ্টি নিয়েই শুরু হয়েছিল তাঁর শিল্প এবং কবিতা সম্পর্কিত নিরীক্ষা। কবি আবিষ্কার করেছিলেন, অন্তত আবিষ্কারের সচেষ্ট ছিলেন সমস্ত জীবন, এইসব কিছুর মধ্যেই এক স্পর্শাতীত ঘনিষ্ঠতা এবং এমন কি বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর রচিত প্রতিটি বাক্য একদিন তারার মত কালজয়ী হয়ে উর্ধলোকে জ্বলবে।

আজ দান্তের বিষয় বড় প্রশ্ন হল, যে বিশ্বভুবন ছাড়িয়ে স্বর্গের মধ্যে নরক অথবা নরকের মধ্যে স্বর্গ - এর কাছে তাঁর সত্তার সূক্ষ্মানুভূতি সমর্পিত ছিল, সেই আনন্দলোকের সন্ধান কি তিনি পেয়েছিলেন এবং তাঁর মধ্যে কি সেই সংহত 'ভিশন' ছিল যা প্রকৃত মহৎ কবিতার নির্মাণে প্রয়োজন? ঐ সংহতি বোধই কাব্যের জগতে শৃঙ্খলা এনে দেয়, অর্থপূর্ণ করে তোলে। এবং কাব্যের অমরতাও আসে একই সূত্র থেকে। সেই শৃঙ্খলা যা যে কোন কবিসত্তার গোড়ার কথা, তারই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল দান্তের জীবন। তাই শৃঙ্খলার প্রতি আসক্তি এবং অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি আবেগ, ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য এবং নতুনত্বের জন্য আকুলতা, নিয়মানুবর্তিতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং স্বাধীনতার জন্য আকুতি, এই বিরুদ্ধ ইচ্ছাগুলির সমন্বয়ে তাঁর কবিসত্তা ছিন্নভিন্ন হয়েছিল। সমস্ত মহৎ কবিদের মতই দান্তেও ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দাবীকে এক জায়গায় মেলাতে পারেন নি। আর পারেন নি বলেই দান্তের কবিতায় এসেছে বিরল স্বাভাবিকতা ও সহজধর্মিতা। যা স্বাভাবিক ও সহজ তার একটা নিজস্ব শক্তি আছে। দান্তের কবিতায় সেই শক্তি বর্তমান।

একজন কবি তাঁর জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং তিনি যা দু'হাত তুলে দিতে পারেন আমরা শুধু তাই গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু তবু আমরা তার সহজাত সৃজনী প্রতিভার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করি এবং যে সব অবস্থা বা পরিবেশ ঐ প্রতিভাকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিতে প্রতিবন্ধক হয়েছে তার আলোচনা করি। দান্তের ব্যক্তিগত জীবনে বেশ কিছু বিপর্যয় ঘটেছিল যা তাঁকে ছাপ্পান্ন বছর বয়সে মৃত্যু পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে।

সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, সেই প্রাচীন যুগে আধুনিকতা তথা মৌলিকতা প্রবর্তক মহাকবি দান্তে যিনি সৃষ্টিশীল জীবনে অসহ্য দারিদ্র, পরিবার বিচ্ছিন্ন, দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রাম্যমাণ অবস্থার মধ্যে কেমন করে সর্বকালের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রচনা সম্পূর্ণ করলেন সে ইতিহাস তো আজও প্রায় অজানা! তাঁর জন্মের প্রায় সাড়ে সাতশো বছর পরে আজ যখন আমরা এই কবির সৃষ্টি কর্মের দিকে তাকাই তখন গভীর শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়।

প্রতিভার বরপুত্র এই মানববাদী কবির সারাটা জীবন সুখে-দুঃখে, সম্মানে - অপমানে, অসাধারণ নাটকীয়, যা'র কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে এই সঙ্গে দেওয়া দান্তে : জীবন পঞ্জীটিতে। বাংলায় দান্তের জীবনী লিখেছেন দান্তে বিশেষজ্ঞ প্রয়াত চঞ্চল কুমার চট্টোপাধ্যায় যা' একান্ত ভাবেই দান্তে সাহিত্য পাঠের পক্ষে অপরিহার্য। দান্তে রচনা পাঠে সম্ভবত সবচেয়ে বড় বাধা হল মূল রচনাগুলির বেশিরভাগটাই লাতিন ভাষায় রচিত, বাকিটা ইতালিয় ভাষায় রচিত। ইংরেজি জানা থাকলে বিশ্ব সাহিত্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তথা উচ্চাঙ্গের ভাবনা সমৃদ্ধ তা'র ইংরেজি অনুবাদ পড়ার সুযোগ পাওয়া যায়। তবে উনিশ শতকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জন্ম ও বাংলা মুদ্রণের সূচনা থেকেই ধীরে হলেও বিশ্বসাহিত্যের সেরা গ্রন্থগুলির অনুবাদ বিভিন্ন ভাষাভিজ্ঞ জনের দ্বারা অনূদিত হয়েই চলেছে। এখানে আমার অল্পসময়ের মধ্যে প্রস্তুত করেছি জীবনপঞ্জী, রচনাপঞ্জী ও বাংলায় দান্তে চর্চাপঞ্জী, যা' আশাকরি কৌতূহলী পাঠক ও গবেষকদের উপকারে লাগবে। পাশ্চাত্যের লেখকদের পাশাপাশি বাঙালি মনীষী লেখকবৃন্দের ইংরেজিতে দান্তে : জীবন ও সাহিত্য বিষয় আলোচনা - অনুবাদ করেছেন শ্রী অরবিন্দ, অধ্যাপক রচনীকান্ত গুহ, অধ্যাপক তারকনাথ সেন, অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় প্রমুখেরা।

## জীবন পঞ্জী

| | |
|---|---|
| ১২৬৫ | ১৮ই মে থেকে ১৭ ই জুনের মধ্যে কোন এক তারিখে ইতালির ফ্লরেন্স নগরে দান্তের জন্ম হয়। সম্পূর্ণ নাম দান্তে আলিগিয়েরি। পিতার নাম আলিগিয়েরো। মাতার নাম বেল্লা আবাতি। |
| ১২৭২ | দান্তের মাতৃবিয়োগ। বাবার পুনর্বিবাহ |
| ১২৭৪মে | ফ্লরেন্সের ধনী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী পোর্তিনারীর বাড়িতে পিতার সঙ্গে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে পোর্তিনারীর আট বছরের কন্যা বেয়াত্রিচেকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান দান্তে। নয় বছর বয়সের এই দেখা তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য আজীবন প্রভাবিত করে। |
| ১২৭৭ | দান্তের এনগেজমেন্ট। পাত্রী জেম্মা দোনাতি। |
| ১৭৭৮ | ফ্লরেন্সে 'গুএলফি' ও 'গিবেল্লিনি' দুই দলের মধ্যে গৃহ যুদ্ধ বন্ধ হয়ে শান্তি স্থাপিত হয়। এই বিরোধ মীমাংসায় বালক দান্তে বিশেষ ভাবে অভিভূত হন ও ফ্লরেন্সবাসীর সঙ্গে আনন্দোৎসবে মাতেন। |
| ১২৮৩ | ন বয়র বয়সে দেখা বেয়াত্রিচের স্মৃতি আঠারো বছর বয়সেও ভুলতে পারেননি দান্তে। তাঁর প্রতি দান্তের মন যে এক গভীর সম্ভ্রমাত্মক ধারণা ও ইন্দ্রিয়াতীত আসক্তিতে পূর্ণ ছিল, একথা বেয়াত্রিচেও কোনভাবে নিশ্চয়ই জেনেছিলেন তাই একদিন প্রকাশ্য রাজপথে তিনি দান্তেকে এক স্বীকৃতিসূচক অভিবাদন করেন। ক্ষণিকের এই সামান্য স্বীকৃতি দান্তেকে শুধু আনন্দে আপ্লুতই করে নি, সারা জীবনের জন্যে এক স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকে। |
| ১২৮৪ | প্রথম সনেট রচনা (দশ বছর আগে দেখা বেয়াত্রিচে-র স্মৃতিমধুর অভিজ্ঞতায় লেখেন, ''আমার থেকে শক্তিশালী কোন দেবতা স্বর্গ থেকে শাসন করতে এসেছে আমাকে।") |
| ১২৮৭ | ফ্লরেন্সে 'দাস প্রথা' আইনসিদ্ধ ভাবে অবলুপ্ত হয়। মনে প্রাণে মানবতাবাদী যুবক দান্তে এই কলঙ্ক জনক নিষ্ঠুর প্রথার অবসানের সমর্থক ছিলেন। |
| ১২৮৮ | ফ্লরেন্সের এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী সিমন দ্য বার্দি-র সঙ্গে বেয়াত্রিচের বিবাহ হয়। এই ঘটনায় কবি মনে প্রচন্ড ভাবে আঘাত পান। প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে যুদ্ধে যোগদানের পরিকল্পনা এরই ফলশ্রুতি বলে জানিয়েছেন দান্তের জীবনীকার বোকাচ্চিও। |
| ১২৮৯ | জুন, ১১- কাম্পালদিনো -র যুদ্ধে দান্তের অংশগ্রহণ। দেশপ্রীতির সূচনা। রণনৈপুণ্য ও শিক্ষা - দীক্ষা প্রংশসিত হয়। |
| ১২৯০ | জুন, ৮ - বেয়াত্রিচে-র মৃত্যু। দান্তে এই সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন। যুদ্ধ শেষে ফ্লরেন্সে ফিরে এই সংবাদে তিনি বিশেষ মর্মাহত ও শোকগ্রস্ত হন। |
| ১২৯২-৯৩ | দান্তে 'ভিতা নুওভা' রচনা করেন। ভিতা নুওবা কথার বাংলায় অর্থ 'নতুন জীবন'। লাতিন ভাষায় লেখা এই কাব্যগ্রন্থ তাঁর জীবনীকারদের মধ্যে প্রকাশ কাল নিয়ে মতভেদ আছে, কারো মতে ১২৯৪ আবার অন্যজনের মতে ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। শোক - সান্ত্বনার শাশ্বত সত্য ভিতা নুওবা'র ছত্রে ছত্রে যেভাবে ধ্বনিত হয়েছে তা সর্বকালের বিশ্ব সাহিত্যে দুর্লভ। পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠ কবিদেরও প্রেরণা স্বরূপ বলে মত প্রকাশ করেছেন টি. এস. এলিয়ট্। |
| ১২৯৪ | হ্যাংগারির রাজা চার্লস্ মাতেলের সঙ্গে দান্তের আলাপ। |
| ১২৯৫ | দান্তের রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদান। ৬ই জুলাই নাগরিক পরিষদে বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন ধারা সংস্কারের পক্ষে বক্তৃতা। 'প্রিঅর' নির্বাচক মন্ডলীর অন্যতম রূপে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হন। চিকিৎসকদের গিল্ডে যোগদান। 'ভিতা নুওবা'র রচনা শেষ। |
| ১২৯৬ | ফ্লরেন্সে দান্তে পরিবারের প্রতিবেশী মানেত্তো দোনাতির কন্যা জেম্মা দোনাতির সঙ্গে সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। |
| ১২৯৭ | ৮ম বনিফাস ও কোলান্নায় বিবাদের সূত্রপাত। পোপ ও পিলিপ দি ফেয়ার -এর শত্রুতা। |
| ১২৯৮ | ইতালিতে বিধ্বংসী ভূমিকম্প। ভূমিকম্প বিধ্বস্তদের ত্রাণের কাজে উদ্ধারকারী দল গঠন ও নিজেও সর্বশক্তি দিয়ে উদ্ধার কাজে যোগদান। |
| ১৩০০ | দান্তে 'প্রিয়র' নির্বাচিত হন। পোপের প্রতিনিধির বিরোধিতা। ফ্লরেন্সে গৃহযুদ্ধের উভয় দলের নেতাদের নির্বাসন প্রদান। বন্ধু কবি গুইদো কাভালকন্তিও নির্বাসিত হন। পোপ অষ্টম বনিফেস 'জুবিলি বছর' ঘোষণা করেন। ডিভাইন কমেডির যাত্রা শরু গুডফ্রাইডের দিনে। |
| ১৩০১মে | রাষ্ট্রদূত হিসাবে দান্তে সান ডিমিঞ্জানো শহরে প্রেরিত। পোপ, 'কালো' গুয়োফ্লিদের অনুরোধ মেনে ফরাসী যুবরাজ চার্চস্ ডি ভ্যালয় এবং তাঁর বাহিনীকে ফ্লোরেন্সে যেতে আদেশ দেন। |

ফ্লোরেন্সের প্রশাসন দান্তেকে আরো দু'জনের সঙ্গে রাষ্ট্রদূত করে সান জিমিঞ্জানো শহরে পাঠায়।
চার্লস ভ্যালয়, কালো গুয়েল্ফিদের সঙ্গে নিয়ে ফ্লোরেন্স আক্রমণ করেন নভেম্বরের ১ তারিখে।

১৩০২ জানুয়ারি, ২৭ কৃষ্ণ দল কর্তৃক ফ্লরেন্স - এ ক্ষমতা দখল। দান্তের অনুপস্থিতিতেই তাঁরা তাঁর অযোগ্যতা ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে এক বিশেষ আদেশ ঘোষণায় আরও বলা হয় এই আদেশ অমান্য করে তিনি যদি ফ্লরেন্স - শহরে প্রবেশ করেন তা'হলে তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হবে। ফলে দান্তে আর কখনওই তাঁর জন্মভিটায় ফিরে আসতে পারেন নি। এই আদেশ চিরস্থায়ী করা হয়।

১৩০৩ মার্চ, ১০ - ক্রুদ্ধ পোপ বনিফাস নতুন এক আদেশনামায় জারি করেন, চতুর্তশ বর্ষে পদার্পণ মাত্র দান্তের পুত্রদেরও যাবজ্জীবন নির্বাসন।
৮ম বনিফাসের বন্দীত্ব ও মৃত্যু।

১৩০৪-০৭ 'দ্য ভালগারি ইলোকোয়েন্তিয়া' ও 'ইল কনভিভিও' রচনা করেন।
পেট্রার্কার জন্ম। সম্ভবত এ বছরেই ডিভাইন কমেডি রচনার সূচনা।

১৩০৮ হেনরী অফ লুকজেমবুর্গ নির্বাচিত হন সম্রাট সপ্তম হেননীর রূপে।

১৩১০ সপ্তম হেনরি -র ঐতিহাসিক ইতালী অভিযান। মনার্কিয়া রচনা শুরু। 'ইনফের্নো' অংশের রচনা শেষ হয়।

১৩১১ দান্তে বাদে নির্বাসিত অনেক ব্যক্তির অপরাধ মার্জনা হয়।

১৩১২ সপ্তম হেনরির ফ্লরেন্স আক্রমণ কিন্তু ফ্লরেন্সবাসীর বীরত্ব ও সুদৃঢ় নগর প্রাচীর ও তোরণ ধ্বংসে ব্যর্থ হয়ে পশ্চাদসরণ। দান্তে ভেরোনায় গিয়ে থাকতে শুরু করেন। মনার্কিয়া রচনা শেষ।

১৩১৩ হেনরির মৃত্যু। দান্তের অন্যতম জীবনীকার— দান্তে সাহিত্যের অনুরাগী কবি-দার্শনিক বোকাচ্চিও-র জন্ম।

১৩১৪ ইনফের্নোর প্রকাশ। 'পুরগাতোরিও' অংশের রচনা।

১৩১৫ জুলাই - ফ্লরেন্স প্রশাসনের ঘোষণা— ''দান্তে যদি কিছু অর্থদন্ড দেন এবং অপমান সূচক কালো পোষাক পরিধান করে নগরপরিভ্রমণ করতে রাজী থাকেন তা'হলে শাসন সংসদ তাঁকে ফ্লরেন্সে ফিরে আসবার অনুমতি দিতে পারে।'' এই ঘোষণা পত্রের উত্তরে এক অপরূপ শান্ত রসাশ্রিত ভাষায় দান্তে জানালেন যে, উন্মুক্ত পথেই তিনি বাসা বেঁধেছেন দিনের বেলায় সূর্য আর রাতের বেলায় চন্দ্র আর তারা, এরাই তাঁর সঙ্গী, ঘরের প্রয়োজন তাঁর ফুরিয়েছে, অতএব তাঁকে অপমানের চেষ্টা করা বৃথা।

১৩১৫ নভেম্বর - ফ্লরেন্সীয় সংসদ কর্তৃক দান্তে ও তাঁর দুই পুত্রের মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেওযা হয়। এক ঘিবেল্লিনে নেতার ফ্লোরেন্স আক্রমণের বিফল চেষ্টা। দান্তে ও তাঁর তিন ছেলের ওপরে নতুন করে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে ফ্লোরেন্স। পার্গেতোরিও এবং প্যারাদিসোর কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেন দান্তে।তাঁর তিন ছেলেই ফ্লোরেন্স ছেড়ে চলে যান। দুজন দান্তের কাছে চলে আসেন।

১৩১৫-১৮ দান্তের ভেরোনায় বাস। ভ্রাম্যমাণ জীবনে মাঝে কিছুদিন তাসকানিতে ছিলেন (১৩১৬)। এইসময় 'দিভিনা কম্মোদিয়া'-র উপসংহার ('পারাদিজো') রচনা করেন।

ভোরোনা ত্যাগ ও র‍্যাভেনার গীদো দ্য ফোলন্টা নামে এক ধনী ব্যক্তি সসম্মানে কবি ও মনস্বীপুরুষ দান্তেকে সপুত্রকতাঁর গৃহে বসবাসে বন্ধুত্বের অধিকারে সম্মত করান এবং র‍্যাভেনায় নিয়ে যান। 'ডিভাইন কমেডি' লেখা শেষ হয়। ফ্লরেন্স ছেড়ে তাঁর স্ত্রী জেম্মা ও কন্যা আন্তেনিয়া রাভেনায় দান্তের কাছে চলে আসেন।

১৩২০জানু. স্বল্পকালের জন্য ভেরোনায় গমন এবং সেখানকার বিজ্ঞ ধর্মযাজকদের সম্মেলনে মধ্যযুগী পদার্থ বিদ্যার (তত্ত্বের) একটি সমস্যা (জল ও পৃথিবীর আপেক্ষিক উচ্চতা) বিষযে বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৩২১ ভেনিস ও র‍্যাভেনার মধ্যে তখন ভীষণ কলহ চলছিল। সেই বিবাদের মীমাংসা করবার জন্য গীদো পোলন্টা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে দান্তে ভেনিস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে ভেসিন নগরীর দ্বারে পৌঁছে, র‍্যাভেনা থেকে কথা বলতে এসেছেন বলামাত্র মার মার শব্দে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন ভেনিস বাসী। এইভাবে দান্তের ন্যায় অসাধারণ জ্ঞানী, গুণী, বাগ্মী ও বিশেষ বিচক্ষণ ব্যক্তি কিছু অর্বাচীন জনতার হাতে লাঞ্ছিত হলেন মানুষে মানুষে বিভেদ ঘোচাতে গিয়ে। এই ঘটনায় দান্তের ভেঙে যাওয়া মন, ভেঙে পড়ে শরীর, জলা-জঙ্গল আর কাদামাঠ পেরিয়ে পায়ে হেঁটে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে প্রবল জ্বর নিয়ে প্রায় বেহুঁস অবস্থায় ফিরলেন র‍্যাভেনায়। পৌঁছানোর দুদিন পরেই সেপ্টেম্বর ১৮ ব্যাভেনায় জীবনাবসান হয় দান্তের। তখন দান্তের বয়স মাত্র ৬৫ বছর।

(সাল - তারিক নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রচুর মত পার্থক্য আছে। এখানে উল্লিখিত সাল - তারিখগুলি ওয়েবসাইট দান্তে আলিগিয়েরি অন দ্য ওয়েব এবং ফ্লরেন্সের দান্তে সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত দান্তে সাত শত জন্মবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ থেকে গৃহীত।')

## র চ না প ঞ্জী

**প্রধান রচনা ঃ-**

- **ডিভাইন কমেডি**
- **ভিতা নুওভা**
- **কনডিভিও**
- **দি ভালগারি ইলোকোয়েন্তিয়া**
- **মোনারকিয়া**
- **অন্যান্য রচনা**
  - **রাইম**
  - **চিঠিপত্র**
  - **ইত্যাদি**

* **ডিভাইন কমেডি**

দান্তের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। রূপকধর্মী কাব্য।

রচনা কাল ঃ ১৩০৪ - ১৩১৮ খ্রীষ্টাব্দ।

দান্তে নিজে নাম দিয়েছিলেন 'কম্মেদিয়া' (Commedia)। কারণ, দুক্ষকষ্টের ভিতর দিয়ে যাত্রা শুরু করে আনন্দে গিয়ে শেষ হচ্ছে এ কাব্যকাহিনীর মুখ্য চরিত্রের, যার নামও দান্তে।

দান্তের মৃত্যুর পরে জিওভানি বোকাচ্চিও প্রস্তাব দেন 'দিভাইনা' বিশেষণটি কম্মেদিয়ার সঙ্গে যোগ করতে। কারো কারো মতে দান্তের মৃত্যুর প্রায় দু'শো বছর পরে থেকে 'ডিভাইন কমেডি' নামে ডাকা হতে থাকে এই কাব্যকে।

এটি একটিই দীর্ঘ কবিতা। তিনখণ্ডে বিভক্ত : ইনফের্নো, পুর্গাতোরিও, পারাদিসো। সমগ্র কাব্যটি (তিনখন্ড মিলিয়ে) মোট ১০০টি ক্যানটো বা সর্গ। প্রতিখন্ডে ৩৩টি করে ক্যানটো। কেবল প্রথম খন্ড 'ইনফের্নো' -তে ৩৪ টি। প্রথম ক্যানটো ভূমিকার কাজ করে।

এই কাহিনীর প্রধান চরিত্রের সংখ্যা তিন—দান্তে, ভার্জিল এবং বেয়াত্রিচে। দান্তে যাত্রা শুরু করছেন ইনফের্নো বা নরক থেকে, সেখান থেকে যাচ্ছেন পুর্গাতোরিও, আবার সেখান থেকে পারদিসো বা স্বর্গে। দান্তের যাত্রা শুরু হচ্ছে ১৩০০ খ্রীস্টাব্দের গুড ফ্রাইডের দিনে। যাত্রা সম্পন্ন হচ্ছে সাত দিনে। এই কল্পনিক যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে দান্তে চেষ্টা করে চলেছেন মানুষের মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মার অবস্থা বর্ণনা করতে। পরো কাব্যটি লেখা তের্‌ৎসা রিমা' ছন্দে। এবং ইতালিয়ান ভাষায়।

তিন মুখ্য চরিত্রই প্রতীক।

দান্তে প্রতীক সমগ্র মানবজাতির। দ্বিতীয় চরিত্র ভার্জিল মানুষের যুক্তির প্রতীক। আর বেয়াত্রিচে ঈশ্বরের ভালবাসার প্রতীক।

প্রথম দুই খন্ড, যথাক্রমে ইনফের্নো এবং পুর্বাতোরিওতে দান্তের গাইড হলেন ভার্জিল। তৃতীয় খন্ড পারাদিসোতে বেয়াত্রিচে দান্তের পথপ্রদর্শক।

*** ভিতা নুওভা (Vita Nuova)**

ভিতা নুওভা অর্থ নতুন জীবন, বা, প্রেম দ্বারা পুনর্নবীকৃত জীবন।

এটি একটি সংকলন, দান্তের প্রথম দিকের লিরিক কবিতার, আর এই কবিতাগুলিকে যুক্ত রেখেছে এক আত্মজৈবনিক, লিরিক্যাল গদ্য।

মোট ৪২টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইতালিয়ান ভাষায় লেখা, রচনাকাল : ১২৮৩ - ১২৯৫

এটি একটি স্মৃতিচারণ, দান্তের প্রেমিকা বেয়াত্রিচের এবং নিজেরও। ১২৭৪ সালের ১ মে দান্তে বেয়াত্রিচেকে প্রথম দেখেন। তখন দান্তের বয়স ৯, বেয়াত্রিচের ৮। ১২৯০ সালের জুন মাসে বেয়াত্রিচে, মারা যান। এই সতেরো বছরের স্মৃতিচারণ ভিতা নুওভা।

*** কনভিভিও (Convivio)**

কনভিভিও অর্থ ব্যাংকোয়েট।

দার্শনিক নিবন্ধ। গদ্যে ও কবিতায় । ভাষা : ইতালিয়ান।

রচনাকাল : ১৩০৪ - ১৩০৭।

চার খন্ডে বিভক্ত। অসমাপ্ত।

প্রথম খন্ডে দান্তে ব্যাখ্যা করছেন, এ নিবন্ধ যেন প্রজ্ঞার (wisdom) এক ব্যাংকোয়েট, এক পার্টি, এক পান - ভোজনের অনুষ্ঠান। অনুষ্টানে কবিতা যেন খাদ্যের বিভিন্ন পদ, আর গদ্য যেন রুটি। এ ভোজন অনুষ্ঠানে যাঁরা অতিথি, তাঁরা প্রজ্ঞালাভে উৎসুক, কিন্তু তাঁরা রাজনীতি নিয়ে মেন ব্যস্ত যে পড়াশোনার সময়ই পাননা। সেজন্যে লাতিন ভাষায় না লিখে তিনি এ নিবন্ধ লিখেছেন ইতালিয়ানে, যাতে সাধারণের বোধগম্য হয়। প্রসঙ্গত, সে আমলে প্রবন্ধ লেখা হত লাতিন ভাষায়।

দ্বিতীয় খন্ডে দান্তে ব্যাখা করেছেন, বেয়াত্রিচের মৃত্যুর পরে, তিনি নিবিড় পাঠ করেছেন দর্শনশাস্ত্র, এবং এ বিষয়ে তাঁর অনুরাগ জন্মায়। তাই দর্শনশাস্ত্রকে তিনি এক নারী রূপে কল্পনা করেছেন, যে নারীকে তিনি ভালবেসে ফেলেছেন।

তৃতীয় খন্ডে, দান্তে এই নারীর বর্ণনা দিচ্ছেন। দর্শনশাস্ত্রের সংজ্ঞা নিরুপণ করেছেন।

চতুর্থ খন্ডে, তিনি অভিজাত শ্রেণী সম্বন্ধে বলেছেন, জন্মসূত্রে কেউ অভিজাত হয় না, ঈশ্বরের করুণায়, পবিত্রতা হলে সৎকর্ম করলে। তারপরে রাজনীতি - সংক্রান্ত কিছু ধারণা ব্যক্ত করেছেন।

*** দি ভালগারি ইলোকোয়েন্তিয়া (De Vulgari Eloquentia)**

ভাষার ব্যবহার বিষয়ে নিবন্ধ। লাতিন ভাষায় লেখা দুই খন্ডে বিভক্ত। অসমাপ্ত। রচনা কাল —১৩০৪

এ নিবন্ধকে ইতালিয়ান সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস এবং সাহিত্য সমালোচনা বলা হয়।

ভাষার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন দান্তে। সাধারণ ইতালিয়ান ভাষায় লেখার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন।

*** রিমে মোনারকিয়া (Monarchia)**

রাজনীতি বিষয়ক নিবন্ধ। তিন খন্ডে বিভক্ত। রচনাকাল— ১৩১০ - ১৩।

দান্তের রাজনৈতিক অবস্থান এ রচনায় প্রকাশিত।

প্রথম খন্ডে, সম্রাট থাকার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় খন্ডে, রোম সাম্রাজ্য নিয়ে আলোচনা।

তৃতীয় খন্ডে, পোপ ও সম্রাটের মধ্যে ঐশ্বরিক ক্ষমতার ভাগাভাগি এবং তাঁদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিয়ে আলোচনা।

এই প্রবন্ধে আলোচিত রাজনীতি - সংক্রান্ত ধারণাগুলি পরে ডিভাইন কমেডি-তে ব্যবহৃত হবে।

*** Rime (RHYME)**

দান্তের কবিতা সংগ্রহ, সনেট, ব্যালাড, Canzone (কান্‌ৎসোনে) বা দীর্ঘ লিরিক্যাল কবিতা।

এই কবিতাগুলির তাঁর অন্য কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

মোট ৮০টি কবিতার মধ্যে ৫৪টি নিঃসন্দেহে দান্তের লেখা।

বাকি ২৬টি দান্তের লেখা কিনা ঠিক জানা যায় না।

*** চিঠিপত্র**

দান্তের লেখা মোট ১৩টি চিঠি পাওয়া গেছে, প্রতিটি লাতিনে লেখা। অনেক চিঠি হারিয়ে গেছে।

*** Ecologues**

লাতিন ভাষায় লেখা দুটি প্রবন্ধ। আনুমানিক রচনা কাল ১৩১৮-২১। বন্ধু জিওভানি দেল ভার্জিলিও, বোলোগ্না অঞ্চলের লাতিন ভাষার অধ্যাপক ও কবি, দান্তেকে লাতিন ভাষায় লেখার জন্যে উৎসাহ দিয়েছিলেন। এই দুটি লাতিনে লেখা নিবন্ধে ভার্জিলিওকে

তিনি তার উত্তরে জানিয়েছিলেন কেন তিনি মনে করেন লাতিনের চেয়ে ইতালিয়ানে লেখা ভালো।

*** QUAESTIO DE AQUA ET DE TERRA**

দান্তের শেষ কাজ। ১৩২০ সালে লেখা একটি ভাষণ। রাভেনা-য় যখন থাকতেন, তখন এই বিষয়ে বাষণ দিয়েছিলেন। নানা তথ্য উপস্থিত করে দেখিয়েছিলেন কোনো পরিস্থিতিতেই সমুদ্রের জলস্তর স্থলের ভূস্তরের চেয়ে উঁচু হতে পারে না।

*** IL FIORE (THe FLOWER)**

২৩২টি সনেট সম্বলিত একটি কবিতা, অষ্টম শতাব্দীর একটি রূপকথর্মী ফরাসী উপন্যাস, **Roman de sa rose,** অবলম্বেনে লিখিত।

দান্তে লিখেছিলেন বলে কেউ কেউ বলেন, কিন্তু অনেকেই নিঃসন্দেহ নন।

*** DETTO D'AMORE**

৪৮০ ছত্রের একটি কবিতা, অনেকগুলি ছত্র হারিয়ে গেছে। এই কবিতাও IL FIORE-র মতই দান্তের লেখা কিনা সন্দেহ আছে তা নিয়ে।

এই কবিতাও ঐ ফরাসী উপন্যাস অবলম্বনে রচিত।

(তথ্যঋণঃ ওয়েবসাইট : দান্তে আলিগিয়েরি অন দি ওয়েব)

**।। বাংলায় দান্তে চর্চাপঞ্জী।।**


১৮৬৬ কবিগুরু দান্তে — মাইকেল মধুসদন দত্ত (১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে সনেটটি রচনা করে ইতালীর রাজা ভিকটর ইমানুয়েল-কে উপঢৌকন স্বরূপ পাঠন। পরে এই সনেটটি তাঁর ১০০ টি সনেট সমৃদ্ধ 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থের ৮২ সংখ্যকসনেট রূপে কলিকাতার ঈশ্বরচন্দ্র বসু অ্যান্ড কোং/স্টানহোপ প্রেস থেকে ১লা আগষ্ট ১৯৬৬ প্রকাশিত হয়)

১৮৭৮ বিয়াত্রিচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য (প্রবন্ধ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।। ভারতী, ২য় বর্ষ ভাদ্র, ১৮২৫।

১৮৮০ ছায়াময়ী (দান্তের দিভিনা কম্মোদিযা অবলম্বনে) - হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯০০ দান্তের স্বর্গীয় প্রেম - সৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী - ময়মনসিংহ, ১৯০০।

১৯০৯ ডিভাইন কমেডির গল্প - ননীগোপাল দত্ত - এলবিয়ন প্রেস, ঢাকা, ১৯০৯।

১৯২০ য়ূরোপের তিনমাস (দ্রষ্টব্য দান্তে জন্মভূমি ফ্লোরেন্স) (ভ্রমণ কাহিনী) - দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী - কলিকাতা, ১৯২০।

১৯২১ ডিভাইন কমেডি (অংশ বিশেষ) (দান্তে)— বঙ্গানুবাদ (লেখকের নাম নেই) - মেথডিষ্ট ইপিস্কোপেল মন্ডলীর ধর্মাশিক্ষা ব্যবস্থা - পুস্তক ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগ, কলিকাতা, ১৯২১।

১৯২৩ পদস্থলন (দান্তে রচিত কবিতার অনুবাদ)— সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (তীর্থ সলিল কাব্যের অন্তর্গত) কলিকাতা , ১৯২৩।

১৯২৪ পৃথিবীর ইতিহাস : চিত্রে ও গল্পে (দ্রষ্টব্য ফ্লোরেন্সে দান্তে স্মারক ভবন ও সমাধিরর চিত্র ও দান্তের জীবনা)-যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত - শিশির পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯২৪।

১৯২৬ ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস (দান্তে ও ডিভাইন কমেডি প্রসঙ্গ)— রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ - কলিকাতা, ১৯২৬।

১৯২৮ বাণীমন্দির গ্রন্থের অন্তর্গত সাহিত্য আলোচনা (দ্রষ্টব্য দান্তে প্রসঙ্গ)—শশাঙ্ক মোহন সেন - কলিকাতা, ১৯২৮।

১৯৩০ পৃথিবীর ইতিহাস : ইটালীর (দ্রষ্টব্য দান্তে জীবনী ও ডিভাইল কমেডি প্রসঙ্গ)—শিশিরকুমার মিত্র। শিশির পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯৩০।

১৯৩২ ইটালীর ইতিহাস (দ্রষ্টব্য দান্তে প্রসঙ্গ)— অবিনাশচন্দ্র ঘোষ। ষ্টার লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৩২

১৯৩৮ আমার ইতালী ভ্রমণ (দ্রষ্টব্য মহাকবি দান্তে জন্মস্থান ফ্লোরেন্স ভ্রমনের বিবরণ)—প্রভাত বসু- কলিকাতা ১৯৩৮।

১৯৫৫ হে মহাজীবন (দ্রষ্টব্য দান্তের অতীন্দ্রিয় প্রেম : সচিব জীবনী অবলম্বনে রচিত)—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় - গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, কলিকাতা , ১৯৫৫।

১৯৫৬ পাওলো ও ফ্রাঞ্চেস্কা (দান্তের কবিতা থেকে অনুবাদ) হে বিদেশী ফুল (কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত)—বিষ্ণু দে - প্রকাশক বাক্, কলিকাতা ১৯৫৬।

প্রাণপ্রত্যুষ (মূল রচনা আলিঘিরি দান্তে) (প্রবন্ধ)—অনিন্দ্যকুমার রায় - অনুক্ত, ২য় বর্ষ , ২য় সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩।

মধুসূদনের ব্যক্তি আমি ও চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী (প্রবন্ধ)—ক্ষেত্রগুপ্ত - যাত্রা, ১ম বর্ষ, ৩-৪র্থ সংখ্যা শারদীয়া সংকলন, ১৯৫৬।

১৯৫৭ প্রাণ প্রত্যুষ (মূল রচনা আলিঘিরি দান্তে) (প্রবন্ধ)— অনিন্দ্যকুমার রায় - অনুক্ত, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৪।

১৯৫৮ বিশ্বসাহিত্য সংগ্রহ (দ্রষ্টব্য দান্তের ভিডাইন কমেডি'র কাহিনী)—মাণিক মুখোপাধ্যায় - বুক কোম্পানী, কলিকাতা।

১৯৫৯ বিশ্বমানবের কাহিনী (দ্রষ্টব্য দান্তের জীবনী)—হরিপদ ঘোষাল - ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা, - ১৯৫৯।

মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সাহিত্য (দ্রষ্টব্য দান্তে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা)— চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় - সমকালীন, বৈশাখ ১৯৬৬।

১৯৬০ ভারতের ইতিহাস ও বিশ্বকাহিনী (দ্রষ্টব্য দান্তে জীবনকথা)—হেরম্ব ভট্টাচার্য - পাব. নারায়ণ ভট্টাচার্য, কলকাতা ১৯৬০

প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাস (দ্রষ্টব্য দান্তের জীবন ও সাহিত্য)—নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায় - ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশার্স। কলিকাতা ১৯৬০

১৯৬২ প্রতীচ্য মধ্যযুগ ও দান্তে আলিগিয়েরি (গ্রন্থ)— চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় - লেখক সমবায় সমিতি, কলিকাতা, ১৯৬২।

১৯৬৫ দান্তে আলিগিয়েরি (প্রবন্ধ)- অরূপকুমার চট্টোপাদ্যায় - অরুণাভা, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭২।

দান্তের নতুন জীবন (প্রবন্ধ)— রামবসু - নতুন পরিবেশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২।

দান্তে ও ফ্লোরেন্স (প্রবন্ধ)— চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় - অমৃত, ১৪ই শ্রাবণ, ১৩৭২।

দান্তে (প্রবন্ধ)—সুরজিৎ দাশগুপ্ত - জয়শ্রী, কার্তিক অগ্রহায়ণ, ১৩৭২

দান্তে-ভলতেয়ার (প্রবন্ধ)—সুধীরকান্ত গুপ্ত - সবিতা, পৌষ - মাঘ, ১৩৭২।
মহাকবি দান্তে আলিগিয়েরি— সুকুমার মিত্র। শারদীয়া যুগান্তর, ১৩৭২
দান্তে (প্রবন্ধ)—শিশিরকুমার ঘোষ - চতুরঙ্গ - শ্রাবণ- আশ্বিন, ১৩৭২।
দান্তের ভারতবর্ষ : সূর্য ওঠার দেশ (প্রবন্ধ)—পল্লব সেনগুপ্ত - যুগান্তর, ৬ জুন, ১৯৬৫।
অন্ধকার যুগের পরে : ইতালি (বিশ্বসাহিত্য ও শরৎচন্দ্র গ্রন্থ থেকে)—পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য।
সাহিত্যে সমসাময়িকতার স্বরূপ : দান্তে : দিভিনা কম্মেদিয়া (প্রবন্ধ)—দেবব্রত রেজ। শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৭২।
দান্তে আলিগিয়েরি (প্রবন্ধ)—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরা, কার্তিক, ১৩৭২।

১৯৬৬ বিয়াত্রিচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য (প্রবন্ধ)— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - বিশ্বভারতী : দান্তে সপ্তশত স্মরণ বার্ষিক, ২২ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৭২ (পুনর্মুদ্রণ)।
মহাকবি দান্তে ও আধুনিক মন (প্রবন্ধ)—জগন্নাথ চক্রবর্তী। বিশ্বভারতীয়, ২২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মাঘ - চৈত্র, ১৩।
কবি দান্তে (কবিতা)—মাইকেল মধুসূদন দত্ত । চতুর্দশপদী কবিতাবলী গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত বিশ্বভারতী, ২২বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মাঘ - চৈত্র, ১৩৭২।
স্বর্গোদ্ভবা (দান্তের কবিতা থেকে অনুবাদ)—প্রেমেন্দ্র মিত্র - বিশ্বভারতী, ২২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মাঘ - চৈত্র, ১৩৭২।
পাওলো ও ফ্রানচেস্কা : ইনফেরনো : সর্গ ৫,৭০-১৪২ (দান্তের কবিতা থেকে অনুবাদ) বিষ্ণু দে - বিশ্ববারতী, ২২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মাঘ - চৈত্র ১৩৭২।
কবিগুরু দান্তে (সনেট) - মাইকেল মধুসূদন দত্ত (মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী - ১ম সংস্করণ, ১৮৬৬ থেকে পুনর্মুদ্রিত।) - এক্ষণ চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ - মাঘ ১৩৭২।
দান্তের জীবনী - চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিদীয় সংখ্যা, পৌ-মাঘ ১৩৭২
মাইকেল জীবন ভাষ্য (দ্রষ্টব্য দান্তের প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা)(গ্রন্থ)—প্রমথনাথ বিশী - মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা ১৯৬৬।
দান্তের প্রেম ভাবনা (প্রবন্ধ)— অমর ভট্টাচার্য। এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ - মাঘ, ১৩৭২
'ভিতা নুওভা' থেকে—দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় । এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ - মাঘ, ১৩৭২
দিব্যনাট্যের কবি দান্তে (প্রবন্ধ)— সুনীলচন্দ্র সরকার। এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ -মাঘ, ১৩৭২।
অমৃত-ধাম যাত্রী (দান্তের রচনা থেকে নির্বাচিত সংলাপিকা)—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, দান্তে সপ্তশত বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা, পৌষ - মাঘ ১৩৭২
'চন্ডীদাস বা দান্তে' (প্রবন্ধ) শঙ্খ ঘোষ- এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ - মাঘ, ১৩৭২
পদস্থলন (কবিতা) (দান্তে) রচিত ইনফের্নো ৫-এর অনুবাদ) - সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। (সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'তীর্থ সলিল' (প্রথম সংস্করণ ১৯২৩) থেকে পুনর্মুদ্রিত)। এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।
'ভিতা নুওভা-র একটি (অনুবাদ : গদ্য ৩৫ / ৩৬ সনেট ১৯)—শঙ্খ ঘোষ - এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।
ইনফের্নো : তৃতীয় সর্গ (অনুবাদ, কবিতায়)—জগন্নাথ চক্রবর্তী - এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।
ভার্জিলের বিদায় (কবিতা)(পুরগাতোরিও ২৭;৯৭-১৪২)—সলিল গঙ্গোপাধ্যায়। এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।
দুই নারী (দান্তের সনেট : Two Ladies to the summit of my mind অবলম্বনে)— নিখিল কুমার নন্দী । এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।
মরকত নয় ও কবি দান্তে (প্রবন্ধ) - নীরদ মজুমদার - এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।
দান্তে ও আমাদের আত্মপ্রতিকৃতি (প্রবন্ধ)— অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।
কবি দান্তে (প্রবন্ধ)— ইলিয়া এরেনবুর্গ (ইউনেস্কো ক্যুরি এর, জানুয়ারি, ১৯৬৬ থেকে পুনর্মুদ্রিত) - অনুবাদ গগন দত্ত - এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।
'ভিতা নুওভা'-র কবিতা :
সনেট ১১— অনুবাদ দেবতোষ বসু। এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।
সনেট ১৫— অনুবাদ দেবতোষ বসু। এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।
সনেট ১৬— অনুবাদ পল্লব সেনগুপ্ত। এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।
সনেট ২৪— অনুবাদ নিখিলকুমার নন্দী । এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।
সনেট ২৫— অনুবাদ নিখিলকুমার নন্দী। এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।
দান্তে আলিগিএরি-র দুটি সনেট — মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় - এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।
বাংলা সাহিত্যে দান্তে (প্রবন্ধ)— রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত । এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।
'দে ভুলগারি এলোকুএনতি আ' — থেকে অনুবাদ— সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়। এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।
'ইল্ কনভিডিও' থেকে (প্রথম নিবন্ধ, প্রথম অধ্যায়)—কৃষ্ণা দত্ত। এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।
(দ্বিতীয় নিবন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়)— গগন দত্ত। এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।
(তৃতীয় নিবন্ধ, প্রথম অধ্যায় ) — গগন দত্ত। এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।
(তৃতীয় নিবন্ধ, একাদশ অধ্যায়) — গগন দত্ত এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।
'দে মনার্কি আ' থেকে (প্রথম খন্ড একাদশ অনুচ্ছেদ)—গগন দত্ত।
দান্তের একটি চিঠি : এপিসতোলা ৯। (ফ্লোরেন্সের কোন সুহৃৎকে)—ব্যাখ্যা সহ অনুবাদ শঙ্খ ঘোষ। এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।

দান্তে জীবনের কালানুক্রমিক ঘটনা পঞ্জী : (সংকলকের নাম মুদ্রিত হয়নি) । এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।

রচনা পঞ্জী : দান্তে — শঙ্খ ঘোষ। এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।

বাংলায় দান্তে : অনুবাদ - আলোচনা— নচিকেতা ভরদ্বাজ । এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।

সম্পাদকের নিবেদন [সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য]। । এক্ষণ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, দান্তে সপ্তম শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭২।

১৯৬৮ কবি দান্তে (প্রবন্ধ) —সত্যভূষণ সেন। সমকালীন, জ্যৈষ্ঠ, ১৯৭৫

দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটির কবিতা (প্রবন্ধ)—সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সমকালীন, ফাল্গুন, ১৩৭৫।

১৯৬৯ দান্তে আলিগীয়েরি— চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় (গ্রন্থ) - লেখক সমবায় সমিতি, কলিকাতা, ১৩৭৬।

১৯৭৫ মাইকেল মধুসদন দত্ত : জীবন ও সাহিত্য (দ্রষ্টব্য বাংলা সনেট আলোচনা প্রসঙ্গে মধুসূদন কৃত কবিগুরু দান্তে সনেটটির আলোচনা) (প্রবন্ধ) সুরেশচন্দ্র মৈত্র। পুঁথি - পত্র, কলিকাতা, ১৯৭৫।

নলিনীকান্ত গুপ্ত রচনাবলী (প্রথম খন্ড) (দ্রষ্টব্য দান্তে প্রসঙ্গ)। শৃণ্বন্তু, কলিকাতা ১৯৭৫।

১৯৭৬ বিশ্বপরিচয় (দ্রষ্টব্য ইতালী পরিচ্ছেদে দান্তে প্রসঙ্গ (সচিত্র)—দেবসাহিত্য কুটির, কলিকাতা, ১৯৭৬।

নলিনীকান্ত গুপ্ত রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড) (দ্রষ্টব্য দান্তে প্রসঙ্গ)। শৃণ্বন্তু, কলিকাতা ১৯৭৬।

১৯৭৭ নলিনীকান্ত গুপ্ত রচনাবলী (তৃতীয় খন্ড) (দ্রষ্টব্য দান্তে প্রসঙ্গ)। শৃণ্বন্তু, কলিকাতা ১৯৭৭।

দান্তে রচনা সমগ্র (সূচি : ইনফার্ণো, পার্গেটারিও, প্যারাডিসো, দান্তের কবিতা)—সুধাংশু রঞ্জন ঘোষ (গ্রনথ) পৃষ্ঠা ২৪+ ৪৫৯। তুলি কলম, কলিকাতা, মার্চ।

চতুর্দশ সতকে ইতালির সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও দান্তে (প্রবন্ধ)—রেহমান সোবহান। ইতিহাস পত্রিকা, জুলাই - সেপ্টম্বর ১৯৭৭

১৯৭৮ নলিনীকান্ত গুপ্ত রচনাবলী (চতুর্থ খন্ড) (দ্রষ্টব্য দান্তের ডিভাইন কমেডির একটি সর্গ পৃষ্ঠা ৯৫)— শৃণ্বন্তু, কলিকাতা, ১৯৭৮।

১৯৭৯ নলিনীকান্দ্র গুপ্ত রচনাবলী (পঞ্চম খন্ড) (দ্রষ্টব্য দান্তে প্রসঙ্গ)—শৃম্বন্তু, কলিকাতা, ১৯৭৯।

১৯৮২ বিদ্রোহী দান্তে (প্রবন্ধ)—নাজমা জেসমিন। এশীয়া গবেষণা পত্রিকা, সপ্তম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, মে, ১৯৮২।

দান্তে আলিগিয়েরী (১২৬৫-১৩২১)(জীবনী) : বিশ্বকোষ, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭০-১৭৩। সাক্ষরতা প্রকাশন কলিকাতা, ১৯৮২।

নলিনীকান্ত গুপ্ত রচনাবলী (৮ম খন্ড) (দ্রষ্টব্য দান্তে প্রসঙ্গ)—শৃণ্বন্তু, কলিকাতা, ১৯৮২।

১৯৮৫ য়ুরোপীয় সাহিত্য পরিক্রমা (দ্রষ্টব্য দান্তে প্রসঙ্গ)— অমর ভট্টাচার্য। চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮৫।

নলিনীকান্ত গুপ্ত রচনাবলী (৯ম খন্ড) (দ্রষ্টব্য দান্তে প্রসঙ্গ)— শৃণ্বন্ত, কলিকাতা, ১৯৮৫।

১৯৮৮ দ্য ভিঞ্চির দেশে ও আরও কিছু (ফ্লোরেন্সে দান্তে স্মারক)—সোমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। রূপা, কলিকাতা।

১৯৯০ ডিভাইন কমেডি : টীকা ও ভাষ্য : দান্তে্য— চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। এবং এই সময়, কার্তিক - চৈত্র, ১৩৭৯।

১৯৯৩ দান্তে প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ)— রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। এবং এই সময়, ৯ম বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, গ্রীষ্ম ১৪০০।

১৯৯৪ ইউরোপের ইতিহাস (দ্রষ্টব্য দান্তে প্রসঙ্গে)— প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা ১৯৯৩।

১৯৯৫ আসার ছলনে ভুলি (দ্রষ্টব্য চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী প্রসঙ্গে 'কবিগুরু দান্তে' সনেট রচনা সংক্রান্ত তথ্যাদি)—গোলাম মুরশিদ। আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯৫।

ইনফেরনো—দান্তে আলেগিয়েরি। অনুবাদ শ্যামলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। প্রমা প্রকাশনী, কলিকাতা ১৯৯৫।

১৯৯৮ দান্তে ও বিয়াত্রিচে (জীবন চর্চা)—নারায়ণ সান্যাল । দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৯৮। ইয়োরোপের প্রাচীন ইতিহাস (দ্রষ্টব্য ইতালীর গৃহযুদ্ধ ও দান্তে)—শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স, কলিকাতা, ১৯৯৮।

১৯৯৯ দান্তে ও ভিতা নুওভা (প্রবন্ধ)— সমীর রায়চৌধুরী - জিজ্ঞাসা, ৪১ - ৪২ বর্ষ, মে ১৯৯৯।

মধ্যযুগের ফ্লোরেন্স ও কবি দান্তে— সমীর রায়চৌধুরী।

মহাকবিতা ও আধুনিকতা (দ্রষ্টব্য দান্তে সাহিত্যের কালজয়িতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা)(প্রবন্ধ গ্রন্থ)—শ্যামলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। প্রমা প্রকাশনী, কলিকাতা - ১৯৯৯।

২০০০ ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলা রেনেসাঁস (দ্রষ্টব্য দান্তের জীবন ও সাহিত্য)—শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়। প্রগ্রেসিভ পাবলির্শার্স, কলিকাতা, ২০০০।

২০০১ দান্তে— চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। এবং এই সময়, ১৭ বর্ষ, ৫৭ সংখ্যা, শীত জানুয়ারি, ২০০১।

২০০২ দান্দের উদ্ধৃত (প্রথম পাঠ)—চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। উত্থক প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০২।

দান্তে আলিগিয়েরির দিব্যাভিসার (লা দিভিনা কম্মেদিয়া)—শ্যামলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। প্রমা প্রকাশনী, কলিকাতা ২০০২

২০০৩ পুরগাতোরিও — দান্তে। অনুবাদ শ্যামলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। প্রমা, কলিকাতা ২০০৩

২০০৪ ইতালির রেনেসাঁস বাঙালির সংস্কৃতি (দ্রষ্টব্য দান্তে প্রসঙ্গ)—অমলেশ ত্রিপাঠী। আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা ২০০৪

২০০৫ চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিচার (দ্রষ্টব্য দান্তে প্রসঙ্গে নানা তথ্য ও তাঁর অভিমত/ বিচার - আলোচনা)—পরিতোষ ঠাকুর। এবং এই সময়, ১০৬, গ্রীষ্ম সংখ্যা, মার্চ - মে, ২০০৫।

ভার্জিলের মহাকাব্য 'এনিড' (দ্রষ্টব্য দান্তের ডিভাইন কমেডি প্রসঙ্গে আলোচনা)—সুধীর কুমার করণ।

২০০৬ পারাদিসো— দান্তে আলিগিয়েরি। অনুবাদ শ্যামলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। প্রমা, কলকাতা, ২০০৬।

ডিভাইন কমেডি : দান্তে। সুধীরকুমার করণ। সাহিত্য বিসারী, বর্ষবরণ সংখ্যা ১৪১৩ (২০০৬)।

ডিভাইন কমেডি : দান্তে আলিগিয়েরি। ভাষান্তর আলপনা ঘোষ। পোয়েত্রি রিভিউ, বর্ষ ১, সংখ্যা ২, মে ২০০৬।

(ধারাবাহিক রচনা)